নামাযরে গুরুত্ব

06-July-2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার প্রতি একশবার দরূদ পাক পাঠ করলো, **আল্লাহ্ তাআলা** তার দুচোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই বান্দা অবাধ্যতা এবং দোযখের আগুন থেকে মুক্ত এবং কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখবেন।"

(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবল ইদইয়াহ, বাবুস সালাতি আলান নবী..., ১০/২৫৩, হাদীস নং-১৭২৯৮)

কিউঁ কাহো বেকস হোঁ মে কিউঁ কহোঁ বেকস হোঁ মে
তুম হো মে তুম পর ফিদা তুম পে করোড়ো দুরূদ। (হাদায়িকে বখশিশ, ২৭০ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হে আমার **আক্বা ও মওলা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! যখন আমার আপনার আশ্রয় রয়েছে তবে আমি নিজেকে অসহায় এবং ক্ষুদ্র ও দূর্বল কিভাবে মনে করতে পারি, আমি আপনার প্রতি বিলিন, আপনার প্রতি কোটি কোটি দরূদ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার রিসালা **"কাফন চোর"** এর ২০ পৃষ্ঠায় একটি কাহিনী উদ্ধৃতি করেন: এক ব্যক্তির বোন মারা গেলো। যখন সে তাকে দাফন করে ফিরে আসছিলো তখন মনে পড়লো যে, টাকার ব্যাগটি কবরেই পড়ে গিয়েছিলো, সুতরাং সে তার বোনের কবরে এলো এবং কবর খুঁড়লো যেন ব্যাগটি বের করে নিতে পারে। সে দেখলো যে, কবরে আগুনের শিখা প্রজ্জলিত হচ্ছিলো। সুতরাং সে যেনতেন ভাবে কবরে মাটি চাপা দিলো এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের নিকট এলো এবং জিজ্ঞাসা করলো: প্রিয় মা! আমার বোনের আমল কেমন ছিলো? তিনি বললেন: বৎস! কেন জিজ্ঞাসা করছো? আরয করলাম: আমি আমার বোনের কবরে আগুনের শিখা প্রজ্জলিত হতে দেখেছি। একথা শুরে মা কাঁদতে লাগলো এবং বললো: আফসোস! তোমার বোন নামাযে অলসতা করতো এবং নামাযের সময় অতিবাহিত করেই নামায পড়তো। (অর্থাৎ নামায কাযা করে পড়তো)। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৮৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে একটি মাসআলাও শুনে নিন যে, এই শিক্ষনীয় কাহিনী থেকে জানা গেলো যে, নামাযে অলসতা করা অনেক বড় গুনাহ এবং কবরের আযাবের কারণ, আমাদেরও পাঁচ ওয়াক্ত নামায গভীর আগ্রহহের সহিত মাসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করা উচিৎ এবং নামাযে কখনোই অলসতা করা উচিৎ নয় কেননা এটি মুনাফিকদের নিদর্শন যে, যখন মুনাফিকরা মুমিনদের সাথে নামাযের জন্য দাঁড়াতো, তখন ভগ্ন হৃদয়ে এবং অলসতার সহিত দাঁড়াতো, কেননা তাদের অন্তরে ঈমান তো ছিলই না, যার কারণে ইবাদতে আগ্রহ এবং দাসত্বের স্বাদ অনুভূত হতো, শুধুমাত্র লোকেদের দেখানোর জন্যই নামায পড়তো। **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের ব্যাপারে ৫ম পারায় সূরা নিসার ১৪২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاِذَا قَامُوْۤا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى

(পারা ৫, সূরা নিসা, আয়াত ১৪২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যখন নামাযে দাড়াঁয় তখন মনভোলা অবস্থায়।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, নামায না পড়া বা শুধুমাত্র মানুষের সামনে পড়া আর একাকিত্বে না পড়া বা মানুষের সামনে বিনয় ও নম্রভাবে আর একাকিত্বে তাড়াতাড়ি পড়া অথবা নামাযে এদিক সেদিক মনোযোগ নিয়ে যাওয়া, একাগ্রতার চেষ্টা না করা ইত্যাদি সবকিছুই অলসতার নিদর্শন। (সিরাতুল জিনান, ২/৩৩৫) আফসোস! শত কোটি আফসোস!! আজ আমাদের সমাজে শুধু অলসতা এবং আরাম প্রিয়তার কারণে রোজ নামায কাযা করে দেয়া হয় আর গুনাহ সম্পাদনের জন্য অলসতা দ্রুত কর্মক্ষমতায় পবির্তন হয়ে যায়। অনেকে তো এমনও রয়েছে যে, যখন তাদের এক বা একদিক নামায কাযা রয়ে যায় তখন সাপ্তাহের পর সাপ্তাহ বরং মাসের পর মাস জেনে শুনে নামায পড়ে না এবং যদি কোন ইসলামী ভাই তাদের প্রতি ইনফিরাদী কৌশিশ করে নামাযে উৎসাহ দেয় তবে বলে যে, "এবার اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আগামী শুক্রবার থেকে আবারো নামায পড়া শুরু করবো বা রমযান থেকেই নিয়মিত নামায আদায় করবো" এভাবেই যেন কোন প্রকার লাজ লজ্জা ছাড়াই খুবই বাহাদুরী সহকারে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ এই বিষয়ের স্বীকৃতি

দেয়া হয় যে, নামায ত্যাগ করার এই কবীরা গুনাহ আমি শুক্রবার বা রমযানুল মোবারক পর্যন্ত নিয়মিত অব্যাহত রাখবো। নিঃসন্দেহে এসব কিছু খোদাভীতি এবং ইবাদতের আগ্রহ না থাকার শাস্তি, নয়তো যার অন্তরে **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয় এবং ইবাদতের আগ্রহ রয়েছে সে সর্বাবস্থায় নামাযের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করে এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকে।

মনে রাখবেন! জেনে শুনে নামায কাযা করা কবীরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। **আল্লাহ্ তাআলা** ১৬ পারার সূরা মরিয়মের ৫৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ওই অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ এলো, যারা নামাযগুলো নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে, সুতরাং অবিলম্বে তারা দোযখের মধ্যে 'গায়্য' এর জঙ্গল পাবে;

জাহান্নামের ভয়ঙ্কর উপত্যাকার ভয়ঙ্কর কুঁয়ো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকায় **"গায়্য"** এর উল্লেখ রয়েছে এবং এর দ্বারা উদ্দেশ্য জাহান্নামের একটি উপত্যাকা। সদরুশ শরীয়ত, বদরুত তরিকত হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡه বলেন: **"গায়্য"** জাহান্নামের একটি উপত্যাকা, যার গরম এবং গভীরতা সবচেয়ে বেশী, এর মধ্যে একটি কুঁয়ো রয়েছে যার নাম হচ্ছে **"হাব হাব"**, যখন জাহান্নামের আগুন নিবু নিবু হয়ে যায় তখন **আল্লাহ্ তাআলা** এই কুঁয়ো খুলে দেন, যার কারণে তা (অর্থাৎ জাহান্নামের আগুন) আবারো প্রজ্জলিত হয়ে যায় (**আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:) ﴿كُلَّمَا خَبَتۡ زِدۡنٰهُمۡ سَعِيۡرًا ﴿۹۷﴾﴾ **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ** যখন কখনো তা স্তিমিত হয়ে আসবে তখন আমি তাদের জন্য সেটাকে আরো প্রজ্জ্বলিত করে দেবো। (পারা ১৫, বণী ঈসরাইলঃ ৯৭) এই কুঁয়ো বেনামাযী, যেনাকারী, মদ্যপায়ী, সুদখোর, পিতামাতাকে কষ্ট প্রদানকারীদের জন্যই। (বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৪৩৪ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামের আযাব ও দুনিয়ার কষ্ট সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, **"গায়্য"** জাহান্নামের একটি উপত্যাকা, যার গভীরতা এবং গরম সবচেয়ে বেশী এবং জাহান্নামের আগুন যখন নিভে আসে তখন এই উপত্যাকাকে খুলে দেয়া হয়, যাতে জাহান্নামের আগুন আবারো প্রজ্জলিত হয়ে উঠে। একটু ভাবুন তো যে, এই ভয়ঙ্কর উপত্যাকায় যখন বেনামাযীকে নিক্ষেপ করা হবে তখন তার কি অবস্থা হবে। মনে রাখবেন! জাহান্নাম হচ্ছে **আল্লাহ্ তাআলা**র কহর ও গযবের প্রকাশস্থল, যেমনিভাবে তাঁর দয়া ও নেয়ামতের কোন শেষ নেই এবং মানুষের জ্ঞান তার অনুমানও করতে পারবে না, এমনিভাবে **আল্লাহ্ তাআলা**র কহর ও গযবেরও কোন সীমারেখা নেই, প্রত্যেক সেই কষ্টদায়ক বস্তু যার ধারণা করা যায় যেমন কোন যন্ত্র দ্বারা জীবিত মানুষের নখ উপড়ে ফেলা, কাউকে ছুরি বা লাঠি দ্বারা আঘাত করা, কারো উপর ভারী গাড়ি চালিয়ে তার হাঁড় গোড় ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া, অঙ্গ কেটে লবণ মরিচ ছড়িয়ে দেয়া, জীবিত চামড়া উপড়ে ফেলা, বেহুঁশ না করেই অপারেশন করা বা বিভিন্ন রোগ বালাইয়ের কষ্ট যেমন মাথা ব্যাথা, জ্বর, পেট ব্যাথা অথবা ভয়ঙ্কর মরণ ব্যাধি যেমন হার্ট এ্যর্টাক, ক্যান্সার, কিডনীতে পাথরের ব্যাথা, চুলকানী, ভয়াবহ আতঙ্ক ইত্যাদি যেসব রোগ বা দুনিয়াবী বিপদাপদ যেসবের সম্ভাবনা রয়েছে, তা জাহান্নামের বিবেচনায় একেবারেই নগন্য। মোটকথা দুনিয়ার সকল রোগ বালাই এবং বিপদাপদ যে কোন একজনের উপরও যদি পতিত হয় তবুও জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা আযাবের সমতুল্যও হতে পারবে না।

নারে জাহান্নাম সে তু বাচাঁনা, খুলদে বারিঁ মে মুঝ কো বাসানা,
ইয়া রব! আয পায়ে শাহে মদীনা, ইয়া আল্লাহ্ মেরী ঝুলি ভর দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা আযাব

জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা আযাব কি? এসম্পর্কে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করুন: যার জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা আযাব হবে তাকে আগুনের জুতা পরিধান করানো হবে, যার কারণে তার মগজ এমনভাবে উত্তপ্ত হবে,

যেমনিভাবে তামার পাতিল উত্তপ্ত হয়, সে মনে করবে যে, সবচেয়ে বেশী আযাব আমার উপরই হচ্ছে হয়তো, অথচ তার উপর সবচেয়ে হালকা আযাবই হচ্ছে।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫১৭)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জাহান্নামের আযাবের প্রতি ভীত হয়ে যান, নিজের দূর্বল শরীরের প্রতি করুণা করুন, অলসতা দূর করুন এবং গুনাহ থেকে বিরত থেকে নামাযের নিয়মানুবর্তিতা শুরু করে দিন। খুবই আফসোসের বিষয় হচ্ছে যে, অহেতুক কথাবার্তা এবং কাজে লিপ্ত থেকে নামায কাযা করে দেয়, কিন্তু এর অনুভূতিও পর্যন্ত নাই যে, আমরা নিয়মিত **আল্লাহ্ তাআলা**র অবাধ্যতাই করছি। সেই **রব তাআলা** তো আমাদের দিন রাত অসংখ্য নেয়ামত না চাইতেই দান করছেন কিন্তু আমরা পুরো দিনে শুধুমাত্র ৫ ওয়াক্ত তাঁর দরবারে সিজদা করার তৌফিক নসীব হয় না। আফসোসের বিষয় যে, আমরা দুনিয়াবী রোগ বালাই, চিন্তা ও কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য মানুষের বর্ণিত ওযিফা তো দ্রুতই শুরু করে দিই কিন্তু যেই **রব তাআলা** কোরআনে পাকে অসংখ্যবার নামাযের আদেশ দিয়েছেন, সবাই ভাবুন তো যে, এই আদেশ আমরা কতটুকু আমল করছি? **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে উপস্থিতি হওয়ার জন্য আহবানকারী মুয়াজ্জিনের দাওয়াত শুনে কতবার **"লাব্বাইক"** বলে মসজিদে উপস্থিত হই? প্রত্যেকে ভাবুন যে, কল্যাণের দিকে আহবানকারী, মসজিদ থেকে ৫ বার আসা ডাক কি আমার কানে লেগে ফিরে যায় নাকি সকল কাজকর্ম ছেড়ে মসজিদের পথ ধরি? আফসোস যে, আমরা কবরের আযাব, জাহান্নামের ভয়াবহতা এবং কিয়ামতের আতঙ্কের কথা শুনেও উদাসীনতার নিদ্রায় নিমগ্ন রয়েছি। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে এই উদাসিনতা থেকে সত্যিকার জাগরণ নসীব করুন।

মনে রাখবেন! প্রত্যেক জ্ঞান সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক নারী ও পুরুষ মুসলমানের উপর প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয, যে নামাযকে ফরয মানে না সে দ্বীন ইসলামের বহির্ভূত, যদিও তার নাম এবং তার অন্যান্য কাজকর্ম মুসলমানদের মতোই হোক না কেন। আর নামাযকে ফরয হিসেবে মানে কিন্তু এক ওয়াক্ত নামাযও জেনে শুনে বর্জন করে তবে সে কঠোর ফাসিক ও গুনাহগার এবং জাহান্নামের আযাবের অধিকারী। আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি জেনে শুনে এক ওয়াক্ত নামায বর্জন করলো, সে

হাজারো বছর জাহান্নামের থাকার অধিকারী হয়ে গেলো, যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবা করবে না এবং এর কাযা আদায় করে না দেয়। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৯ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা) এ থেকে অনুমান করুন যে, যেখানে এক ওয়াক্ত নামায জেনে শুনে বর্জন করার কারণে হাজারো বছর পর্যন্ত জাহান্নামে থাকতে হবে তবে যে ব্যক্তি দিনভর সকল নামায জেনে শুনে বর্জন করলো বরং প্রথম থেকেই নামায পড়ছে না তবে সে কিরূপ কঠিন আযাবের শিকার হবে। আর মনে রাখবেন! জেনে শুনে নামায বর্জনকারীকে তো স্বয়ং শয়তানই আশ্রয় প্রার্থনা করে।

বর্ণিত রয়েছে, এক ব্যক্তি জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিলো, শয়তানও তার পিছু নিলো, সেই ব্যক্তি দিনভর এক ওয়াক্ত নামাযও পড়লো না এমনকি রাত হয়ে গেলো, শয়তান তার নিকট থেকে পালাতে লাগলো, সেই ব্যক্তি আশ্চার্য হয়ে পালানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলে শয়তান বললো: "আমি জীবনে শুধু একবার আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিলাম তাই তিরস্কৃত হলাম আর তুমি আজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই বর্জন করে দিলে, আমার ভয় হয় যে, কখন না তোমার উপর কহর অবতীর্ণ হয় এবং আমিও এতে ফেঁসে যাই।"

(দুররাতুন না'সিহীন, ১৪৪ পৃষ্ঠা)

মে পাঁচোঁ নামাযেঁ পড়োঁ বা জামাআত, হো তৌফিক এ্যয়সি আতা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও নামাযের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদের প্রথম সারিতে তাকবীরে উলার সহিত জামাআত সহকারে আদায় করা উচিৎ। আসুন! **আল্লাহ্ তাআলা**র আযাব থেকে নিজেকে ভীতি প্রদর্শন করতে এবং নামাযের অভ্যাস গড়তে নামায না পড়ার কয়েকটি সতর্কতা শ্রবণ করি।

১. হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: আমার **খলিল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, "কাউকেও **আল্লাহ্ তাআলা**র অংশীদার বানাবে না, যদিও তোমাকে টুকরো টুকরো করে দেয়া হয় বা জ্বালিয়ে দেয়া হয়, ফরয নামায জেনে শুনে বর্জন করো না কেননা যে জেনে শুনে নামায বর্জন করে দেয় তার থেকে নিরাপত্তা উঠিয়ে নেয়া হয় এবং কখনো মদ পান করো না কেননা এটি সকল মন্দের মূল। (ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুল আশরাবা, হাদীস নং-৪০৩৪, ২৭২০ পৃষ্ঠা)

২. ইরশাদ হচ্ছে: যে নামায ছেড়ে দিলো তবে সে **আল্লাহ্ তাআলা**র সাথে এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তিনি তার প্রতি গযব অবতরন করবেন।

(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-১৬৩২, ২য় খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: যে নামায ছেড়ে দিলো তবে সে তার পরিবার পরিজন এবং সম্পদে কমতি করলো। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-১৯০৮৫, ৭ম খন্ড, ১৩২ পৃষ্ঠা)**

৪. ইরশাদ হচ্ছে: যে জেনে শুনে নামায ত্যাগ করলো তবে নিঃসন্দেহে **আল্লাহ্ তাআলা**র দায়িত্ব তার থেকে দূরে সরে গেলো। **(মু'জামুল কবীর, ১২/১৯৫, হাদীস নং-১৩০২৩)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসীরে কোরআন, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে নামাযী **আল্লাহ্ তাআলা**র নিরাপত্তায় থাকে না। নামাযের বরকতে মানুষ দুনিয়ায় বিপদাপদ থেকে, মৃত্যুর সময় মন্দ মৃত্যু থেকে, কবরে (পরীক্ষায়) ফেল হওয়া থেকে, হাশরে বিপদ থেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র অনুগ্রহে নিরাপদ থাকে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৭৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামাযের বিষয়ে অলসতা প্রদর্শন করা **আল্লাহ্ তাআলা**র অসন্তুষ্টি, জাহান্নামের অধিকারী এবং পরিবার ও সম্পদে বরকত শুন্যতার কারণ। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে নিয়মিত নামায আদায় করার আদেশ দিয়ে ২য় পারায় সূরা বাকারার ২৩৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۗ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿۲۳۸﴾

(পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২৩৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সজাগ দৃষ্টি রেখো সমস্ত নামাযের প্রতি এবং মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি। আর দন্ডায়মান হও **আল্লাহ্**র সম্মুখে আদব সহকারে।

নামাযের গুরুত্বের অনুমান এই বিষয় থেকেও হয় যে, **আল্লাহ্ তাআলা**র প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ্ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নিজের এবং নিজের সন্তানদের জন্য নামায প্রতিষ্ঠিত রাখান জন্য দোয়ও করেছেন, যার আলোচনা **১৩তম** পারায় সূরা ইব্রাহিমের ৪০ নং আয়াতে এভাবে রয়েছে:

رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ ۖ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿۴۰﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে আমার **রব**! আমাকে নামায ক্বায়েমকারী রাখো এবং আমার কিছু বংশধরকেও। হে আমাদের **রব**! এবং আমার প্রার্থনা কবুল করে নাও।

এবং কিয়ামতের দিনও সর্বপ্রথম নামাযের সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হবে। যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: "اَوَّلُ مَا یُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ صَلَاتُهٗ" অর্থাৎ কাল কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট সর্বপ্রথম তার নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: নিশ্চয় নামায ঈমানের নিদর্শন এবং ইবাদতের মূল। (আত তাইসিরে শরহে জামেয়েস সগীর, ১/৩৯১) **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে তিনবার সবচেয়ে উত্তম আমল সম্পর্কে প্রশ্ন করলে **রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তিনবারই উত্তর দিলেন যে, নামায সবচেয়ে উত্তম আমল।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর বিন আস, ২/৫৮০, হাদীস নং-৬৬১৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানতে পারলাম যে, নামায এমনি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত যে, কোরআনে পাকে এর নিয়মানুবর্তিতার আদেশ দেয়া হয়েছে, সুতরাং আমাদেরও নামাযের গুরুত্বকে অনুধাবন করে না শুধু নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত মসজিদের প্রথম সারিতে তাকবীরে উলার সহিত জামাআত সহকারে আদায় করা উচিৎ বরং নিজের সজ্ঞান সন্তানদেরও মসজিদে সাথে নিয়ে যাওয়া উচিৎ, অবুজদের নয়। ফতোয়ায়ে রযবীয়ার ১৬তম খন্ডের ৪৩৪ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: মসজিদে অবুজ শিশুদের নিয়ে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, হাদীস শরীফে রয়েছে: جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْیَانَكُمْ وَمَجَانِیْنَكُمْ অর্থাৎ নিজেদের মসজিদ সমূহকে অবুজ শিশু এবং পাগলদের থেকে নিরাপদ রাখো।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মাসাজিদ ওয়াল জামাআত, বাবু মা'ইয়াকরাহু ফিল মাসাজিদ, ১/৪১৫, হাদীস নং-৭৫০)

মনে রাখবেন! যদি আমরা নামাযের নিয়মানুবর্তিতার পাশাপাশি নিজের সজ্ঞান সন্তানদেরকেও মসজিদে নিয়ে যাই তবে তাদের তরুণ মানসিকতা বাল্যকাল থেকেই নামাযের দিকে ধাবিত হতে থাকবে, অতঃপর বড় হয়ে তারাও নামাযে অভ্যস্থ হয়ে যাবে, কেননা যে বিষয় শিশুদের মানসিকতায় বাল্যকালেই বসে যায়, স্বভাবতই বড় হয়েও সেই বিষয়টি তাদের মানসিকতায় দৃঢ় হয়ে যায়।

নামায সম্পর্কিত আল্লাহ্ তাআলার চারটি বাণী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামাযের গুরুত্ব অনুধাবন করার পরও যদি কেউ না পড়ে তবে তা বড়ই মূর্খতা এবং নিজের হাতেই জাহান্নামে যাওয়ার অবলম্বন তৈরীকারী, অথচ নামায পড়া দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য লাভের উপায়। কোরআনে পাকের বিভিন্ন স্থানে শুধু নামাযের আদেশ দেয়া হয়েছে বরং প্রতিদান ও সাওয়াব বর্ণনা করে এর উৎসাহও দেয়া হয়েছে। আসুন! এসম্পর্কে তিনটি **আল্লাহ্ তাআলা**র বাণী শ্রবণ করি, ৬ষ্ট পারায় সূরা নিসার **১৬২** নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ الْمُقِیْمِیْنَ الصَّلٰوةَ وَ الْمُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِؕ اُولٰٓىٕكَ سَنُؤْتِیْهِمْ اَجْرًا عَظِیْمًا ﴿۱۶۲﴾

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নামায প্রতিষ্ঠাকারীগণ, যাকাত প্রদানকারীগণ এবং **আল্লাহ্** ও ক্বিয়ামতের উপর ঈমান আনয়নকারীগণ। এমন লোকদেরকে আমি অবিলম্বে বড় সাওয়াব দান করবো।

৯ম পারায় সূরা আনফালের ৩ ও ৪ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

الَّذِیْنَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ یُنْفِقُوْنَؕ اُولٰٓىٕكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّاؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةٌ وَّ رِزْقٌ كَرِیْمٌ ۚ

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ওইসব লোক, যারা নামায প্রতিষ্ঠি রাখে এবং আমার প্রদত্ত (সম্পদ) থেকে কিছু আমার পথে ব্যয় করে। এরাই প্রকৃত মুসলমান। তাদের জন্য মর্যাদাসমূহ রয়েছে তাদের **রবে**র নিকট, আর রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানের জীবিকা।

৬ষ্ট পারায় সূরা আল মায়েদার **১২** নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَ قَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مَعَكُمْؕ لَىٕنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَ اٰتَیْتُمُ الزَّكٰوةَ وَ اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِیْ وَ عَزَّرْتُمُوْهُمْ وَ اَقْرَضْتُمُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّاُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّاٰتِكُمْ وَ لَاُدْخِلَنَّكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ

(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি'। অবশ্যই তোমরা যদি নামায কায়েম রাখো, যাকাত প্রদান করো, আমার রাসূলগণের উপর ঈমান আনো, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং **আল্লাহ্**কে উত্তম ঋণ প্রদান করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের পাপ মোচন করবো এবং অবশ্যই তোমাদেরকে বেহেশ্তসমূহে নিয়ে যাবো, যেগুলোর পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত।

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ নামাযীদের জন্য **আল্লাহ্ তাআলা**র বারগাহে কেমন কেমন আজিমুশ্শান নেয়ামত রয়েছে যে, কখনো তাদের জান্নাত ও মাগফিরাতের সুসংবাদ দেয়া হয়, কখনো মহান প্রতিদানের সুসংবাদ শুনানো হয়, হাদীসে মুবারাকায়ও নামাযের অনেক বেশী গুরুত্ব এবং আগ্রহ প্রদান করা হয়েছে। যদি আমরা নামাযের সময় হতেই নিজের সকল প্রকার দুনিয়াবী ঝামেলা ছেড়ে দিয়ে নামাযের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হয়ে যাই এবং খুবই বিনয় ও নম্রতার সহিত জামাআত সহকারে নামায আদায় করি তবে এর বরকতে যেমনি দুনিয়াবী অসংখ্য কল্যাণ নসীব হবে, তেমনি এর একটি পরকালিন উপকারীতাও অর্জিত হবে যে, কাল কিয়ামতের দিন এই নামাযই আমাদের মুক্তি ও মাগফিরাতের মাধ্যম হয়ে যাবে।

বিনয় ও নম্রতার সহিত নামায আদায়কারীর মাগফিরাত

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ্ তাআলা** ৫ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, যে এর জন্য উত্তম পদ্ধতিতে ওযু করবে এবং তা তার সময়ে আদায় করবে আর এর রুকু ও সিজদা বিনয় ও নম্রতার সহিত সম্পন্ন করবে তবে **আল্লাহ্ তাআলা**র দায়িত্বে হচ্ছে যে, তার মাগফিরাত করে দিবেন এবং যে তা আদায় করবে না তবে **আল্লাহ্ তাআলা**র দায়িত্বে তার জন্য কিছুই নেই, চাইলে ক্ষমা করে দেবেন এবং চাইলে তাকে আযাব দিবেন।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, আল মুহাফিযাতু আলা ওয়াক্তিস সালাওয়াত, নম্বর-৪২৫, ১ম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

নামাযের কারণে গুনাহ ধুয়ে যায়

যে সৌভাগ্যবানরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, তবে তাদের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়, যেমনটি **তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি কারো উঠানে নদী হয়, প্রতিদিন সে পাঁচবার সেখানে গোসল করে তবে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে? লোকেরা আরয করলো: জি না। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: নামায গুনাহ সমূহকে এভাবেই ধুয়ে দেয় যেমনটি পানি ময়লা ধুয়ে দেয়। **(সুনানে ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৩৯৭)**

প্রত্যেক নামায পূর্ববর্তী গুনাহের কাফফারা স্বরূপ

যে সৌভাগ্যবানরা নামাযে অভ্যস্থ হয়ে থাকে, যদি মানবিক চাহিদার বশবর্তী হয়ে তার থেকে এক নামায থেকে অপর নামাযের মদ্যবর্তী সময়ে গুনাহ হয়ে যায় তবে অপর নামায এই গুনাহে কাফফারা হয়ে যায়, অর্থাৎ দুই নামাযের মধ্যবর্তী যেসকল গুনাহ হয়ে যায় **আল্লাহ্ তাআলা** তা ক্ষমা করে দেন। হযরত হারিচ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বর্ণনা করেন যে, হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ একদিন উপবিষ্ট ছিলেন এবং আমরাও বসে ছিলাম, এমন সময় মুয়াজ্জিন এসে গেলো, হযরত ওসমান رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ পানি আনিয়ে ওযু করলেন, অতঃপর বললেন যে, আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এভাবে ওযু করতে দেখেছি এবং আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এরূপ ইরশাদ করতেও শুনেছি যে, যে ব্যক্তি আমার এই ওযুর ন্যায় ওযু করবে অতঃপর যোহরের নামায পড়ে নেবে তবে **আল্লাহ্ তাআলা** তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন অর্থাৎ সেই গুনাহ যা ফযরের নামায এবং এই যোহরের নামাযের মধ্যখানে হয়েছে, অতঃপর যখন আসরের নামায পড়ে তবে যোহর ও আসরের মধ্যখানের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, অতঃপর যখন মাগরীবের নামায পড়ে তখন আসর ও মাগরীবের মধ্যখানের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, অতঃপর ইশার পড়ে তখন এর এবং মাগরীবের মধ্যখানের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, অতঃপর যদিওবা সে রাতে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেয় অতঃপর যখন উঠে ওযু করে এভং ফযরের নামায পড়ে তবে ইশা এবং ফযরের মধ্যবর্তী গুনাহ সমূহের ক্ষমা হয়ে যায় এবং এটিই সেই নেকী যা গুনাহ সমূহকে দূর করে দেয়। **(আল আহাদীসিল মুখতার, ১ম খন্ড, ৪৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩২৪)**

নামাযে শিফা রয়েছে

যে সৌভাগ্যবানরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে **আল্লাহ্ তাআলা** এর বরকতে তাদেরকে রোগ বালাই থেকে শিফা দান করেন। আজ আমাদের এখানে এমনসব নতুন নতুন রোগের প্রকাশ হচ্ছে, যা আজকের পূর্বে নামও শুনিনি, এর চিকিৎসার জন্য লাখো টাকা খরচ করার পরও রোগ বাড়তেই থাকে, যদি আমরা **আল্লাহ্ তাআলা** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণীর উপর আমল করে নামাযের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করা শুরু করি তবে اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ রোগ বালাই থেকে মুক্তি পেতে পারি।

প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান ইরশাদ হচ্ছে: اِنَّ فِی الصَّلٰوةِ شِفَاءً অর্থাৎ নিশ্চয় নামাযে শিফা রয়েছে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, বাবুস সালাতাশ শিফা, ৪র্থ খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪৫৮) সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, রোগ বালাই বা সুস্থতা সর্বদা শুধু নিজে নামাযের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করবো না বরং নিজের পরিবার পরিজনদেরও নামাযে অভ্যস্ত করবো।

রোজগারে বরকত

যে সৌভাগ্যবানরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের রোজগারে বরকত প্রদান করেন। আজকের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে সকলেই উপার্জনের ধ্যানে মগ্ন রয়েছে, কিন্তু পুরো পুরো দিন সম্পদ উপার্জনের পরও প্রত্যেকেই এই অভিযোগ নিয়ে বসে আছে যে, এতো টাকা উপার্জন করি তবুও বরকত হয় না। মনে রাখবেন! পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় এবং এতে বিনয় ও নম্রতা আর ধারাবাহিক ভাবে এর শর্তগুলো আদায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওয়াজিব, সুন্নাত ও আদবসমূহ পুরোপুরি ভাবে লক্ষ্য রাখাই হচ্ছে উপার্জনে বরকত লাভের উপায়।

(রাহে ইলম, ১০৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামায একটি খুবই মহান ইবাদত, নামায মুমিনের জন্য জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো উত্তম আমল, বিনয় ও নম্রতার সহিত দু'রাকাত নামায আদায়কারীর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়, দু'রাকাত নামায দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু রয়েছে সব কিছুর চেয়ে উত্তম, নামায **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট পছন্দনীয় আমল, নামাযে প্রতিটি সিজদার বদলে একটি নেকী লিখা হয়, একটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, নামাযীকে কিয়ামতের দিন নিরাপত্তার সহিত জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, নামায দ্বারা গুনাহ ঝরে যায়, নামায গুনাহের ময়লা আবর্জনাকে ধুয়ে দেয়, এক নামায ও পূর্ববর্তী নামাযের মধ্যখানে সংগঠিত হওয়া গুনাহ সমূহ মুছে দেয়, নামাযী কল্যাণের সহিত রাত অতিবাহিত করে, নামায অকল্যাণকে মিটিয়ে দেয়, নামাযী জান্নাতে প্রবেশ করবে, নামাযীর জন্য নিষ্পাপ ফিরিশতারা রব তাআলার নিকট মাগফিরাতের সুপারিশ করে থাকে, নামাযী **আল্লাহ্ তাআলা**র নিরাপত্তায় অর্থাৎ হেফাযতে থাকে,

নামায, নামাযীর জন্য নিরাপত্তার দোয়া করতে থাকে, নামাযীই পরিপূর্ণ মুমিন, নামাযীকে পুরোপুরি বদলে দেয়া হবে, নামায শয়তানকে অপদস্ত করে।

দিদারে হক দেখায়েগী এ্যয় ভাইয়ু! নামায,
জান্নাত তুমহেঁ দিলায়েগী এ্যয় ভাইয়ু! নামায।
দরবারে মুস্তফা মে তুমহে লে কে জায়েগী,
খালিক সে বখশোয়ায়েগী এ্যয় ভাইয়ু! নামায।
ইজ্জত কি সাথ নূরী লিবাস আচ্ছি জেবরাত,
সব কুছ তুমহে পেহনায়েগী এ্যয় ভাইয়ু! নামায।
জান্নাত মে নরম নরম বিছোনোঁ কে তাখত পর,
আরাম সে সুলায়েগী এ্যয় ভাইয়ু! নামায।
খেদমত তুমহারী করেঁ গী হুরেঁ আদব কে সাথ,
রুতবা বহুত বাড়ায়েগী এ্যয় ভাইয়ু! নামায।
কউসার কে সালাসবিল কে শরবত পিলায়েগী,
মেওয়ে তুমহেঁ খিলায়েগী এ্যয় ভাইয়ু! নামায।
সব ইতর ও ফূল হোঙ্গে নিছাওয়ার পসিনে পর,
খুশবো মে যব বাসায়েগী এ্যয় ভাইয়ু! নামায।
রহমত কে শামিয়ানোঁ মে খুশবো কে সাথ সাথ,
ঠান্ডি হাওয়া চালায়েগী এ্যয় ভাইয়ু! নামায।
বাগে বেহেশত রওযায়ে রিযওয়াঁ রাহারে খুলদ,
সব কুছ তুমহে দেখায়েগী এ্যয় ভাইয়ু! নামায।
পড়তে হো নামায কেহ দোনো জাহান মে,
সব কুছ তুমহে দিলায়েগী এ্যয় ভাইয়ু! নামায।
ফাকে সে মুফলিসি সে জাহান্নাম কি আগ সে,
সব সে তুমহে বাঁচায়েগী এ্যয় ভাইয়ু! নামায।
পড় কর নামায সাথ লো সামানে আখিরাত,
মাহশার মে কাম আয়েগী এ্যয় ভাইয়ু! নামায।
বা'ত আযমী কি মা'নো না ছোড়ো কাভী নামায,
আল্লাহ্ সে মিলায়েগী এ্যয় ভাইয়ু! নামায।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তাবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত জামাআত সহকারে আদায় করার মানসিকতা দিয়েছে, আপনিও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেও নামাযের অভ্যস্ত হয়ে যান এবং ১২ মাদানী কাজে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অংশগ্রহন করে অপরকেও নামাযের দাওয়াত দিন। ১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজে হচ্ছে প্রতিদিন **"সদায়ে মদীনা"** দেয়া।

"সদায়ে মদীনা"

সদায়ে মদীনা কি? **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে ফযরের নামাযের জন্য মুসলমানদের জাগানোকে "সদায়ে মদীনা" বলে এবং এটি সেই মহান কাজ যা সাহাবায়ে কিরামরাও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان করেছেন, তাঁরা নিজের পরিবার পরিজনদেরতে নামাযের জন্য জাগাতেন,

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন যে, আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাজান হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ রাতে **আল্লাহ্ তাআলা** যেভাবে চাইতেন নামায পড়তে থাকতেন, এমনকি যখন রাতের শেষ ভাগ হতো তখন নিজ পরিবারবর্গকেও নামাযের জন্য জাগিয়ে দিতেন এবং তাঁদেরকে বলতেন: اَلصَّلٰوۃ অর্থাৎ নামায। অতঃপর এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করতেন:

وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ؕ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى ﴿۱۳۲﴾

(পারা ১৬, সূরা ত্বা'হা, আয়াত ১৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আপন পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং নিজেও সেটার উপর অবিচল থাকো। আমি তোমার নিকট কোন জীবিকা চাই না; আমি তোমাকে জীবিকা দেবো; এবং শুভ পরিণাম খোদা ভীরুতার জন্য।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুস সালাত, বাবুত তাহরিসি..., ৩য় অধ্যায়, ১/৩৬০, হাদীস নং-১২৪০)

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে সদায়ে মদীনা লাগানোর একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং সদায়ে মদীনা লাগানোর নিয়্যত করে নিই,

ফয়যানে মদীনার জন্য জায়গা পেয়ে গেলাম

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হচ্ছে: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার সাথে আমরা একটি শহরে গেলাম, ফযরের আযানের পর আমরা সদায়ে মদীনা দিতে লাগলাম যে, হঠাৎ একটি ঘর থেকে একজন মর্ডান যুবক আমাদের সাথে এসে যোগ দিলো এবং সে ফযরের নামায মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করলো। পরে এই যুবকের পিতা মাদানী কাফেলার মুসাফিরদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য এলো। তিনি ছিলেন সম্পদশালী। তিনি এসেই বললেন যে, সদায়ে মদীনার বরকতে আমার অবাধ্য মর্ডান বেনামাযী সন্তান পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে লাগলো। এই মর্ডান যুবকের পিতা اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ প্রভাবিত হয়ে সেই শহরেই মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার জন্য জমিন দিয়ে দিলেন।

সদায়ে মদীনা দোঁ রোজানা সদকা,
আবু বকর ও ফারুক কা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামায কতইনা প্রিয় একটি ইবাদত এবং এর কিরূপ ফযীলত রয়েছে যে, নামায হচ্ছে দ্বীনের স্তম্ভ, নামায রোগ বালাই থেকে রক্ষা করে, নামায উপার্জনে বরকতের উপায় এবং কবরের আযাব থেকে বাঁচানোর পাশাপাশি অন্ধকার কবরের প্রদিপ স্বরূপ। কোরআন ও হাদীসে যেখানেই নামায আদায়ের আদেশ এসেছে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নামাযকে সকল ফযরসমূহ ও ওয়াজিব সমূহ সহকারে আদায় করাই। আর পুরুষদের জন্য নামাযের ওয়াজিব সমূহের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তা জামাআত সহকারে পড়া। হাদীসে মুবারাকায় জামাআত সহকারে নামায পড়ার অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে ৩টি **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি,

১. জামাআত সহকারে নামাযের মর্যাদা একাকী নামাযের চেয়ে সাতাইশ (২৭) গুণ বেশী। **(বুখারী, কিতাবুল আযান, বাবু ফসলুস সালাতুল জামাআত, ১/২৩২, হাদীস নং-৬৪৫)**

২. ইরশাদ হচ্ছে: "যে পরিপূর্ণ ভাবে ওযু করলো, অতঃপর ফরয নামাযের জন্য চললো এবং ইমামের সাথে নামায পড়লো, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(শুয়াবুল ঈমান, ৩/৯, হাদীস নং-২৭২৭)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: যখন বান্দা জামাআত সহকারে নামায পড়ে অতঃপর **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট নিজের চাহিদা ভিক্ষা করে তবে **আল্লাহ্ তাআলা** এই বিষয়ে লজ্জাবোধ করেন যে, বান্দার চাহিদা পূরণ হওয়ার পূর্বে ফিরে যাবে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, মুসআর বিন কিদাম, ৭/২৯৯, হাদীস নং-১০৫৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে মসজিদে আদায় করার অভ্যাস গড়তে হবে, আপনারা হয়তো দেখেছেন যে, অনেক সময় খুবই অপারগ এবং বৃদ্ধ বয়সের লোক জামাআত সহকারে নামায আদায়ের জন্য খুবই কষ্ট করে হেঁটে মসজিদে আসে এবং যেভাবে তাদের সুবিধা হয় নামায পড়ে নেয় যদি তারা এতোই কষ্ট করার পরও জামাআতে নামায পড়ার প্রতি প্রাধান্য দিতে পারে তবে আমাদের তো আরো বেশী জামাআত সহকারে নামায আদায় করা উচিৎ। আজকে আমরা দুনিয়াবী বিষয়ে তো অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করি যেমন কারো আলিশান বাংলো দেখলে তবে এর মতো বানানোর আকাঙ্ক্ষা,

কাউকে উন্নত কাপড়ের সুন্দর পোষাক পড়া দেখলে এমনি পড়ার আকাঙ্ক্ষা, কারো নতুন চকচকে কার দেখে লোভ করতে থাকো, কারো সফল ব্যবসা দেখে মুখে পানি এসে যাওয়া, মোটকথা! আমরা দুনিয়াবী ধন সম্পদের ভালবাসায় এমন লোভী হয়ে গেছি যে, দিনরাত আফসোস করতে থাকি এবং সম্পদ অর্জনের চেষ্টায় কাহিল হয় না। আহ! কাউকে নেকী করতে দেখে আমরাও যদি নেক আমল করার লোখে লিপ্ত হয়ে যেতাম, আহ! অপরকে মসজিদের দিকে যেতে দেখে আমাদেরও যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যেতো, অপরকে মসজিদের সাথে প্রেম করতে দেখে আমরাও যদি মসজিদের প্রেমিক হয়ে যেতাম! আমাদের আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অনেক দীর্ঘ দীর্ঘ সফর করেছেন এবং সফরের অনেক কষ্ট ও ঝঞ্ঝাট সহ্য করেও তিনি সর্বদা জামাআত সহকারে আদায় করতেন। আসুন! এপসঙ্গে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি:

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নামাযের প্রতি ভালবাসা

বায়ান্ন (৫২) বছর বয়সেও যখন দ্বীতিয়বার হজ্বের সফরে যাত্রা করলেন, হজ্বের আনুষাঙ্গিকতা আদায় করার পর তিনি এমন অসুস্থ হয়ে গেলেন যে, দুই মাসের চেয়েও বেশী শয্যাশায়ী ছিলেন, যখন কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেন তখন রওযায়ে আনোয়ারের যিয়ারতের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং **"জেদ্দা শরীফ"** হয়ে নৌকায় করে তিন দিন পর **"রাবেগ"** পৌঁছেন, এবং সেখান থেকে মদীনাতুর রাসুলে যাওয়ার জন্য উটে আরোহন করলেন, এই পথে যখন **"বীরে শায়খ"** পৌঁছলেন তখন গন্তব্য নিকটবর্তীই ছিলো কিন্তু ফযরের সময় সামান্য বাকী ছিলো। উট চালক গন্তব্যে পৌঁছেই উট থামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত ফযরের নামাযের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার আশংখ্যা ছিলো, সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এ অবস্থা দেখে নিজের সাথীদের সাথে সেখানেই রয়ে গেলেন এবং কাফেলা চলে গেলো। তাঁর নিকট কিরমিস (অর্থাৎ বিশেষ ছট দ্বারা বানানো) বালতি ছিলো কিন্তু রশি ছিলো না এভং কুঁয়োও গভীর ছিলো, সুতরাং পাগড়ী বেঁধে পানি উঠালেন এবং ওযু করে সময়ের মধ্যেই নামায আদায় করলেন। কিন্তু এখন এই চিন্তায় পড়ে গেলো

যে, দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার কারণে খুবই দূর্বল হয়ে গেছেন, এতো পথ পায়ে হেঁটে কিভাবে যাবে? মুখ ফিরিয়ে দেখলেন যে, এক অপরিচিত উট চালক নিজের উট নিয়ে অপেক্ষা করছে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **আল্লাহ্ তাআলার** হামদ পাঠ করে তাতে আরোহন করলেন। (মলফুযাতে আ'লা হযরত, ২১৭ পৃষ্ঠা)

মুস্তফা কা ওহ লাডলা পেয়ারা ওয়াহ কিয়া বা'ত হে আ'লা হযরত কি।
গাউছে আযম কি আখ কা তারা ওয়াহ কিয়া বা'ত হে আ'লা হযরত কি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ এটাই হলো আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নামাযের প্রতি টান এবং ইবাদতের প্রতি আগ্রহ যে, দীর্ঘ অসুস্থতা, খুবই দূর্বল ও সফরের গ্লানির পরও কাফেলার সঙ্গ তো ছেড়ে দিলেন, কিন্তু সবচেয়ে উত্তম ইবাদত নামায ছাড়াকে পছন্দ করলেন না। আমাদের উচিৎ যে, আনন্দ হোক বা দুঃখ সর্বাবস্থায় নামাযের নিয়মানুবর্তিতা করা এবং যারা নামায পড়তে পারেন না, তবে শিখাতে যেন কখনোই লজ্জাবোধ করবেন না। আর যারা নামায পড়তে তো জানে কিন্তু পড়ে না এবং এমন শয়তানী কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে আছেন যে, **"আমরা তো খুবই গুনাহগার বান্দা, আমরা আল্লাহ্ তাআলার সামনে দাঁড়ানোর যোগ্য নই"** বা **"প্রথমে নেক হয়ে যাই, দাড়ি রেখে নিই অতঃপর নামাযও শুরু করবো"** এমন লোকেদের উচিৎ দ্রুত এই শয়তানী কুমন্ত্রণাকে রদ করে নামায শুরু করে দেয়া, اِنْ شَآءَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে সে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে সফল হয়ে যাবে। **আল্লাহ্ তাআলা** কোরআনে করীমের ২১ পারায় সূরা আনকাবুতের ৪৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ؕ

(পারা ২১, সূরা আনকাবুত, আয়াত ৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই আয়াতে মুবারাকার তাফসীরে বলেন: যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায আদায় করে এবং তা উত্তম রূপে আদায় করে, ফল এরূপ হয় যে, একদিন না একদিন সে এই মন্দ কাজগুলো বর্জন করে দেয়, যাতে সে লিপ্ত ছিলো।

হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, এক আনসারী যুবক **সায়্যিদী আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে নামায আদায় করতো এবং অনেক কবীরা গুনাহও করতো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলো, ইরশাদ করলেন: তার নামায তাকে কোন না কোন দিন এই বিষয় থেকে পৃথক করে দেবে। সুতরাং খুবই অল্প সময়ে সে তাওবা করলো এবং তার অবস্থার উন্নতি হলো।

মুঝে সাচ্ছি তাওবা কি তৌফিক দেয় দেয়, পায়ে তাজেদারে হারাম ইয়া ইলাহী!
জু নারাজ তু হো গিয়া তু কাঁহি কা, রাহোঙ্গা না তেরী কসম ইয়া ইলাহী!
সদা কে লিয়ে হো জা রাজি খোদায়া, হো মুঝ নাতোয়ানোঁ পর করম ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

নামাযের বরকতে চোর তাওবা করে নিলো

নামায মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, আসুন! এসম্পর্কে একটি খুবই সুন্দর ঘটনা শ্রবণ করি। বর্ণিত রয়েছে যে, এক চোর রাতে হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا এর ঘরে ঢুকল, সে ডানে বামে সবখানে তল্লাশী চালাল, কিন্তু কেবল একটি বদনা ছাড়া আর কিছুই পেল না। যখন সে বেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা করল, তখন হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا বললেন: "যদি তুমি চালাক ও চতুর চোর হও তবে কোন জিনিষ নেয়া ছাড়া যাবে না।" সে বললো: "আমি তো কিছুই পেলাম না।" তিনি رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا বললেন: "হে অভাবী লোক! এই বদনাটি দিয়ে অযু করে ঘরে ঢুকে যাও এবং দুই রাকাত নামায পড়ে নাও, তবেই এখান থেকে কিছু না কিছু নিয়ে যাওয়া হবে।" চোরটি তাঁর কথা মত অযু করল এবং নামায পড়ার জন্য দাঁড়াল, তখন হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا আপন দৃষ্টি আসমানের দিকে তুলে দোয়া করলেন, "হে আমার **পরওয়ারদিগার**! এই লোকটি আমার কাছে এসেছিল, কিন্তু সে কিছুই পায়নি, এখন আমি তাকে তোমার মহান দরবারে দাঁড় করিয়ে দিলাম, তোমার অগাধ করুণায় তাকে শূণ্য হাতে ফিরাইও না।" সে যখন নামায শেষ করল, তখন তার মাঝে ইবাদত করার স্বাদ অনুভব হলো। অতএব, সে শেষ রাত পর্যন্ত নামাযে লিপ্ত রইল। যখন সাহরীর সময় হল, তখন হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہَا তার নিকট গেল। তিনি তাকে

সিজদা অবস্থায় এবং নিজের প্রবৃদ্ধিকে গালমন্দ করতে এই কথাগুলো বলতে দেখলো: আমার **পরওয়ারদিগার** যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন: "আমার অবাধ্যতা করতে কি তোমার লজ্জাবোধ হয় না? এবং আমার বান্দাদের থেকে গুনাহগুলো গোপনে করতে রয়েছো অথচ গুনাহের বোঝা নিয়ে তুমি এখন আমার দরবারে উপস্থিত হয়েছো! যখন **তিনি** আমাকে শাসাবেন আর আমাকে **তাঁর** রহমতের দরবার থেকে তাড়িয়ে দেবেন, তখন আমি তাঁকে কী উত্তর দেব? তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا জিজ্ঞাসা করলেন: "হে ভাই! রাত কেমন কাটল?" চোর বলল: "ভালই কেটেছে। আমি অত্যন্ত বিনয়ী ও নম্রতার সাথে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে দাঁড়িয়েছিলাম, ফলে **তিনি**ও আমার বক্রতাকে সোজা করে দিয়েছেন, আমার ফরিয়াদ কবুল করে নিয়েছেন এবং আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন আর তিনি আমার উদ্দেশ্য সাধন করেছেন।"

(হিকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ, ৩০৫ পৃষ্ঠা)

মুহাব্বত মে আপনি গুমা ইয়া ইলাহী, না পাওঁ আপনা পাতা ইয়া ইলাহী!
রাহোঁ মাস্ত বে খুদ মে তেরী বিলা মে, পিলা জাম এ্যয়সা পিলা ইয়া ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! নামায কিরূপ পছন্দনীয় ইবাদত যে, এক চোর চুরি করার জন্য আসলো এবং **আল্লাহ্ তাআলার** নেক বান্দিনী হযরত সায়্যিদাতুনা রাবেয়া বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর বলাতে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে তখন নামাযের স্বাদ ও মিষ্টতায় এমনভাবে বিলীন হয়ে গেলো যে, সারা রাত নামাযেই লিপ্ত রইলো এবং সকালে নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে সঠিক পথের দিশা পেয়ে গেলো।

কিন্তু এমন কি কারণ যে, কিছু সংখ্যক লোক এমন রয়েছে যারা নামায পড়ার পরও হারাম ও গুনাহ এবং শরীয়ত বর্হিভূত কাজ থেকে বিরত থাকতে পারে না, মাতাপিতার অবাধ্যতা করে তাদের মনকষ্টের কারণ হয়, পর্দার শরীয়তের বিধানাবলীর প্রতি পরিপূর্ণভাবে আমল করতে পারে না, সিনেমা নাটক এবং গুনাহে ভরা চ্যানেল দেখা থেকে বাঁচতে পারে না, গালাগালি, গীবত, চুগলী, অশ্লীল কথাবার্তা, মনোকষ্ট, মানুষের অধিকার ক্ষুন্ন করা, সূদ ও ঘুষের লেনদেন ইত্যাদি

ইত্যাদি কবীরা গুনাহ থেকে পীছু ছাড়তে পারে না। আরো আশ্চার্যের বিষয় হলো যে, নামায পড়ার পরও আমরা আমাদের সুন্দর চেহারায় যেখানে **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** প্রিয় **হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিদর্শন সৃষ্টি করেঝেন এবং **শাহানশাহে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহী ফরমানও বিদ্যমান রয়েছে যে, "দাঁড়ি বৃদ্ধি করো, গোঁফ কর্তন করো, এবং অগ্নি পুজারীদের বিরোধীতা করো।" (সহীহ মুসলিম, ১২৫ পৃষ্ঠা, নম্বর-৬০০) তারপরও আমরা খুবই নির্দয়ভাবে এই ভালাবাসার নিদর্শনকে মুন্ডিয়ে আবর্জনার নালা পর্যন্ত ভাসিয়ে দিতে কষ্টবোধ করি না, অথচ দাঁড়ি মুন্ডানো এবং কেটে এক মুষ্টি থেকে ছোট করা উভয়টিই হারাম। আহলে এরূপ কেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হতে পারে যে, আমরা নামাযের প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সুন্নাত ও আদবসমূহ সঠিক ভাবে লক্ষ্য রাখি না, যার কারণে এখনো পর্যন্ত বরকত অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি। যদি সঠিকভাবে ওযু করে বিনয় ও নম্রতা সহকারে এর সকল প্রকার প্রকাশ্য ও গোপনীয় সুন্নাত ও আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামায আদায় করি তবে আমাদের উপরও অবশ্যই নামাযের বরকত প্রকাশিত হবে। খুবই আফসোসের বিষয় হলো যে, আমাদের মধ্যে অনেকে তো প্রথম থেকেই নামায পড়ে না এবং যারা পড়ে তাদের মধ্যেও অনেকে নামাযের মৌলিক মাসআলা গুলো জানে না, যার কারণে নামাযে ভূল হওয়ায় নিজের নামায নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, নিয়মিত নামায আদায়ের দৃঢ় নিয়্যত করার পাশাপাশি নামাযের সঠিক আদায়ের দিকেও ভরপুর মনোযোগ রাখা, যেন আমাদের নামায নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পায়, নিজের নামাযকে ভূল থেকে বাঁচাতে, তা আদায়ের সঠিক পদ্ধতি শিখতে এবং নামাযের প্রয়োজনীয় মাসআলা জানতে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"নামাযের আহকাম"** কিতাবটি অধ্যয়ন করা এবং মাদানী কাফেলায় সফর করুন, এছাড়াও সাত (৭) দিনের ফয়যানে নামায কোর্স করা এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইটে বিদ্যমান শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর VCD **"নামাযের পদ্ধতি"** দেখাও খুবই উপকারী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

“নামাযের আহকাম” কিতাবের পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও ওযু ও গোসলের সঠিক পদ্ধতি শেখার পাশাপাশি নামাযের ওয়াজিব, মাকরূহ, নামায ভঙ্গের কারণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মাসআলা জানা দরকার, যেন আমাদের নামায নষ্ট না হয়, কেননা প্রত্যেক সজ্ঞান ও প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানের উপর যেরূপ নামায ফরয, সেরূপ সর্বাবস্থায় নামাযের মাসআল সমূহ শেখাও ফরয। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মুসলমানের কল্যাণ কামনায় নামাযের মাসআলা সম্পর্কিত ৩৬০ পৃষ্ঠা সম্বলিত খুবই সহজ একটি কিতাব **“নামাযের আহকাম”** নামে রচনা করেছেন। এই কিতাবটি আসলে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত **১২**টি রিসালার সমষ্টি, যা নিঃসন্দেহে উম্মতে মুসলিমার জন্য একটি মহান উপহার। এতে ওযু ও গোসলের পদ্ধতি থেকে শুরু করে নামাযের পদ্ধতি, এর ফযীলত, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মাকরূহ এবং ভঙ্গ হওয়ার কারণ পর্যন্ত আলোচিত হয়েছে। এছাড়াও কাযা নামাযের পদ্ধতি, আযান এবং আযানের উত্তর প্রদানের বাক্যাবলী ও ফযীলত, সফরের নামায, ঈদের নামায, জানাযার নামাযের পদ্ধতি এবং এসম্পর্কীত প্রয়োজনীয় মাসআলাও বর্ণিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই কিতাব প্রতিটি ঘরেই থাকা প্রয়োজন, সুতরাং সকল ইসলামী ভাইদের উচিৎ যে, মাকতাবাতুল মদীনা থেকে এই কিতাবটি উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে শুধু নিজে নয় বরং নিজের ঘরের অন্যান্যদেরও তা অধ্যয়ন করার উৎসাহ প্রদান করা। ইসলামী বোনদের জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কিতাব **“ইসলামী বোনদের নামায”** অনেক জবরদস্ত একটি কিতাব, এটি ইসলামী বোনদের পড়া খুবই প্রয়োজন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ আমরা নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে বয়ান শ্রবণ করলাম:

❀ কোরআন ও হাদীসে নামাযের গুরুত্ব বর্ণনা করে তা পড়া আদেশ দেয়া হয়েছে, ❀ নামাযের অনেক ইহকালিন ও পরকালিন উপকারীতা রয়েছে, ❀ নামাযে রোগ বালাইয়ের শিফা রয়েছে, ❀ নামায মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, ❀ নামায গুনাহ সমূহ মিটিয়ে দেয়, ❀ নামাযের কারণে উপার্জনে বরকত হয়। সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করতে নিজের সত্যিকার এবং দৃঢ় অভ্যাস গড়ে নিন, কেননা এই নামাযই কবরেও কাজে আসবে এবং হাশরেও কাজে আসবে, সুতরাং নিজেকে নামাযে অভ্যস্থ বানান, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সবাইকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে প্রথম সারিতে তাকবীরে উলার সহিত আদায় করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “সুন্নাত ও আদব” বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

উন সব মুবাল্লিগোঁ কে খোয়াবোঁ মে আব করম হো,
আক্বা জু সুন্নাতোঁ কি খেদমত বাজা রাহে হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা “**১০১ মাদানী ফুল**” এর ১৯ নং পৃষ্ঠা থেকে সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব শিখে নিই: **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে: সব সুরমার চাইতে উত্তম সুরমা হচ্ছে “ইসমাদ”। কেননা এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজিয়ে তুলে। **(সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪৯৭)**

❀ পাথুরী সুরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই এবং কালো সুরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়্যতে পুরুষের লাগানো মাকরূহ। আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না

হয় তবে মাকরূহ নয়। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৫৯ পৃষ্ঠা) ❀ শয়ন করার সময় সুরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা) ❀ সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি: (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (২) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই, (৩) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই বার করে অতঃপর সবশেষে এক শলাই সুরমা লাগিয়ে ওটাকেই পরপর উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২১৮-২১৯ পৃষ্ঠা) ❀ এরূপ করাতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে। ❀ সম্মানজনক যত কাজ রয়েছে সব কাজই **আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক থেকে শুরু করতেন তাই সর্বপ্রথম ডান চোখে সুরমা লাগাবেন এরপর বাম চোখে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো,　পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো।
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে,　হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ

الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**